B. A. Education (General), Sem-4, Course-CC-1D (History of Education in India)

unit-IV ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণন কমিশন - 1948-49 (Radhakrishnan Commission - 1948-49)

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ অবগত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষাকমিশন গঠন করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাই তো 1948 খ্রীঃ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর সভাপতিত্বে এক দেশি ও বিদেশি কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়, এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে উচ্চতর উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কমিশন 1949 খ্রীঃ তৎকালীন ভারত সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ গুলি পেশ করেন, যেহেতু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই তো এই শিক্ষা কমিশন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন নামে পরিচিত। এছাড়া রাধাকৃষ্ণন যেহেতু এই শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন, তাই এই কমিশনটি রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

① রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সদস্য কারা ছিলেন?

→ কমিশনের সদস্যরা হলেন — ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডঃ তারাচাঁদ, ডঃ জাকির হোসেন, ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র, ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ করম নারায়ন, ডঃ নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত।

এছাড়া বিদেশী সদস্যরা হলেন — ডঃ আর্থার-ই-মরগ্যান, ডঃ জেমস্ এফ্ ডাফ, ডঃ টি টার্ট।

② রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যগুলি লেখ?

→ স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব ভারতে বৃদ্ধি পায়, তাই তো রাধাকৃষ্ণন কমিশন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে যে বিষয়গুলি কথা বলেছেন সেগুলি হল — ...

(i) যোগ্য নেতা তৈরী — শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন ভালো নেতা বা নেতৃত্বের। তাই উচ্চশিক্ষার প্রধান কাজ

Scanned by CamScanner

যার লক্ষ্য হল শিক্ষার মধ্য দিয়ে সুযোগ্য নেতা শ্রেণী তৈরি করা।

(ii) চরিত্রের বিকাশ সাধন — কমিশনের মত হল স্বাধীন ভারতের জন্য একটা সভ্যতা গড়ে তোলা, একটি কারখানা গড়ে তোলা নয়। সভ্যতার মূল উপাদান হল মানুষ, তাই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটানো। এজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান কাজ হবে দৃঢ় চরিত্রের মানুষ তৈরি করা।

(iii) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সাধন — শিক্ষার কাজ হল অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও সঞ্চালন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এবং সংরক্ষিত সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালন করাও এই কমিশনের মতে শিক্ষার লক্ষ্যের পর্যায়ভুক্ত।

(iv) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন — আমরা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। গণতন্ত্রের মূল কথাই হল স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও সুবিচারকে কার্যকারী করা। তাই উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

(v) বিজ্ঞান, কারিগরি ও কৃষি শিক্ষার প্রসার সাধন — বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রভাবে বিশ্বক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়া কমিশনের আরও অভিমত ছিল কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে কৃষি উন্নতির জন্য কৃষিবিদ্যার প্রসার ঘটানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে;

(vi) প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার — ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। সম্পদের লোভে শক, হূন, মোঘল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে এসেছে এবং সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে বঞ্চিত হয়নি। কেননা প্রকৃতি Friend আবার প্রকৃতি FOE (শত্রু)।

অপরদিকে সব সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানব সম্পদ। মানুষকে সম্পদ বলার কারণ, মানুষের বুদ্ধি ও কৌশলের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী সম্পদে পরিণত করা হয়ে থাকে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা।

(vii) সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করা — "We are the same boat" — এই ধারনাকে কার্যকরী করার জন্য কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌ-ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য ছাত্র ও শিক্ষককে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর এই জাতীয় সৌভ্রাতৃত্ববোধই আন্তর্জাতিক বোধের ধারনা গড়ে তুলবে। এই জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্ব সৌহার্দ্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনা জাগরণের পীঠস্থান হবে বিশ্ববিদ্যালয়।

(viii) শিক্ষায় সমসুযোগ — আমাদের দেশের সংবিধানে শিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ লাভের ব্যবস্থার কথা বলা আছে। দেশের প্রতি অঞ্চলের অধিবাসীরা যাতে এই শিক্ষালাভ করতে পারে এবং প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

③ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম আলোচনা করো?

→ রাধাকৃষ্ণন কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা — (i) সাধারণ শিক্ষা (General Education)
(ii) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)

(i) সাধারণ শিক্ষা (General Education) — উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। সাধারণ কোর্স ও সাম্মানিক ডিগ্রি কোর্সের জন্য সময়সীমা হবে তিন বছর; সাধারণ কোর্সের শিক্ষার্থীরা দু-বছর পর মাস্টার ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করবে। অপরদিকে সাম্মানিক কোর্সের শিক্ষার্থীরা এক বছর পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করবে। ★

Scanned by CamScanner

(ii) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) — শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে কোনো পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা কিংবা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা প্রস্তুত করাকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা হয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল — কৃষিবিদ্যা, আইনশিক্ষা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা।

এক্ষেত্রে বৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রমগুলি নিচে আলোচনা করা হল —...

(a) কৃষিবিদ্যা — কমিশনের মতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রকৃত গ্রামীণ পরিবেশেই কৃষিকলেজ স্থাপন করা উচিত। এছাড়া ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদকে শক্তিশালী করা দরকার। অপরদিকে জাতীয় কৃষিনীতি গঠন করা দরকার।

(b) আইনবিদ্যা — বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আইন বিষয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকাও দরকার, আইন পড়তে হলে তিন বছরের জন্য স্নাতক ডিগ্রি থাকা দরকার, আইন বিষয়ে পড়ার সময় অন্য কোন বিষয়ে কাজ করা বা পড়া চলবে না।

(c) বাণিজ্যবিদ্যা — স্নাতক হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, হিসাব শাস্ত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে চেষ্টা করা উচিত। বাণিজ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়,

(d) শিক্ষা ও শিক্ষণ — রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে 'শিক্ষা' বিষয়টিকেও পাঠক্রমে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, 'শিক্ষা' বিষয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার দার্শনিক মনোবৈজ্ঞানিক

★

Scanned by CamScanner

→ ধর্ম শিক্ষা

★ তেমনি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন ধর্ম শিক্ষাকেও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমভুক্ত করার কথা বলেছিলেন, শিক্ষায় ধর্মের স্থান থাকা দরকার, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি থাকবে না। পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের জীবনীপাঠ থেকে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব থেকে অভিন্ন উপাখ্যান সংকলন করতে হবে। এছাড়াও স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচিতে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। — সাধারণ শিক্ষার Last-এ বছরে।

<u>নারী শিক্ষা</u> — কমিশন মহিলাদের প্রয়োজন অনুসারেই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। তাই তো পাঠ্যক্রমে Home science, Home economic পড়ানো উচিত। অপরদিকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সহ শিক্ষার সুযোগ (Co-Education) থাকা দরকার বলে কমিশন এ অভিমত পোষণ করেছিলেন।

## ④ <u>রাধাকৃষ্ণন কমিশনের অন্যান্য সুপারিশ</u>

• <u>পরীক্ষা পদ্ধতি</u> — প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এই কমিশন। পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে এই কমিশনের সুপারিশ গুলি হল —

(i) রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে Objective (নৈর্ব্যক্তিক) type প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

(ii) অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নকে রাধাকৃষ্ণন কমিশনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট নম্বরের $\frac{1}{3}$ অংশ হবে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন।

(iii) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়ানোর পর একটি মাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি দেওয়া হতো, কমিশন বলেন এই প্রথা ঠিক নয়, এতে অনাবশ্যক শিক্ষার্থীর মনে চাপ সৃষ্টি হয়, তাই কমিশন ৩ বছর তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেন। এই পাঠ্যক্রমকে তিনটি Unit-এ ভাগ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

(iv) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কোনো একটি বিষয়ে কমপক্ষে ৫ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকলে তবেই কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন।

(v) Grace mark বা অনুগ্রহ নম্বর প্রথা একেবারেই তুলে দিতে হবে।

(vi) ধারাবাহিক পরীক্ষায় Credit দেওয়ার রীতি চালু করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর জন্য 70%, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য 55% এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য 40% নম্বর পেতে হবে।

(vii) স্নাতকোত্তর স্তর এবং পেশাগত শিক্ষার স্তরে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(viii) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্থায়ী পরীক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নতুন প্রশ্নপত্র কেমনভাবে তৈরি করতে হবে সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকরা মতামত দেবেন।

(ix) প্রথম ডিগ্রি লাভের সময়কাল হবে ৩ বছর, এবং পরবর্তী ডিগ্রি লাভের সময়কাল হবে ২ বছর।

• **শিক্ষার মাধ্যম** — রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে বহু ভাষাভাষী ভারতে আঞ্চলিক ভাষা উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। তবে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর পরিবর্তে (সংস্কৃত বাদে) অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে পারে। কমিশন মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি 'ত্রিভাষা' সূত্র বা নীতির সুপারিশ করেন। 'ত্রিভাষা' সূত্রটি হল — আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা অর্থাৎ হিন্দী এবং আন্তর্জাতিক ভাষা অর্থাৎ ইংরাজী। এছাড়া সব ভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধির জন্য একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখতে হবে।

Scanned by CamScanner

ও সমন্বয়ধর্মী মানসিক ধারণা প্রসারিত হবে। এছাড়া কমিশন 'Teaching' বিষয়টিকেও পাঠ্যক্রমযুক্ত করার কথা বলেছেন, কারণ শিক্ষকরাই ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীর জীবনধারণের উপযোগী জ্ঞান সরবরাহ করে থাকে।

③ ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা — ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজগুলির উন্নতি দরকার। প্রযুক্তিবিদ্যার কলেজগুলোকে স্নাতকোত্তর মানে উন্নীত করা উচিত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রযুক্তিবিদ্যার Faculty থাকা দরকার।

④ চিকিৎসাবিদ্যা — চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানো উচিত বলে কমিশন মত পোষণ করেন। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নার্সিং-এ গুরুত্ব দিতে হবে। এবং নির্বাচিত কয়েকটি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি পাঠের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করা দরকার, 100 জনের বেশি ছাত্র গ্রহণ করা চলবে না।

সেজন্যই রাধাকৃষ্ণন কমিশন পাঠ্যক্রমে 'ত্রি-ভাষা'-এর সূত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই ত্রিভাষা হল মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজীকে পাঠক্রমযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে কমিশন মানবিকীবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান পাঠকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন স্মরণ করেছেন 'White heade'-এর কথা, কথাটি হল একটি প্রগতিশীল সমাজ তিন ধরনের মানুষের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যথা — বিদ্বান, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক। তাই স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

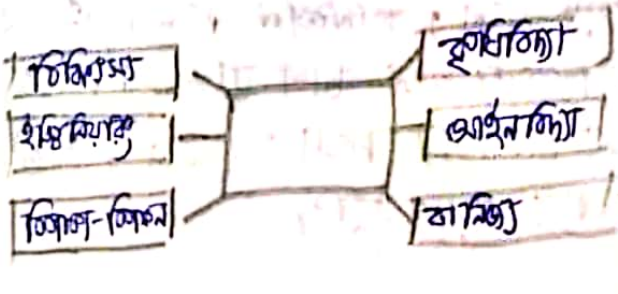


Scanned by CamScanner